R.N N0. 2532/57 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483-264271
M-9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৯ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৪১৯
১২ ডিসেম্বর ২০১২
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

স্নাতক স্তরে শিক্ষার গতিপ্রকৃতির হার হতাশাজনক

সাধন দাস : পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল এলাকার কলেজগুলি বিশুদ্ধ অকসিজেনের অভাবে বহুদিন থেকে ধুঁকছে। প্রতিবছর এই সমস্ত কলেজ থেকে গড়পরতা নম্বর সহ উত্তীর্ণ হয়ে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে। তাদের 'কাঙ্খিত মান' নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকেই যাচ্ছে। নেট বা সেট পরীক্ষায় দুই বা তিন শতাংশ পাশের হারই তার বড় প্রমাণ। আর বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী সরাসরি 'রেগুলার' হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেরে দূরশিক্ষা বা মুক্ত বিস্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অনায়াসে (!) ডিগ্রি অর্জন করে স্কুল সার্ভিস বা মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে ভিড় জমাচ্ছে। তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীর 'মান' আজ কোথায় নেমেছে তা নিয়ে গবেষণা করলে কয়েকশো পি.এইচ.ডি পাওয়া যেতে পারে।

উচ্চশিক্ষা মানে তো গুটিকয় ডাক্তারি বা ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্র নয়, গুটিকত গবেষণারত ছাত্রও নয়। কলেজস্তর থেকে যারা জলস্রোতের মত প্রতিবছর উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সমুদ্রকে ভয়াল করে তুলছে, তারা উচ্চশিক্ষিতের দেখনদারি সরকারি পরিসংখ্যানে সহায়ক হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু উচ্চশিক্ষার যথার্থ মেধাসম্পদ নিয়ে কি তারা তাদের নিজেদের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আরও উচ্চতর বিকাশের পথে লড়াইতে সামিল হতে পারছে? পারছে না। কারণ শহরের কিছু নামী কলেজ বাদ দিলে মফঃস্বলের কলেজগুলো নানান সমস্যায় ভুগছে। যেমন - ১) মফঃস্বলের বহু কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ নেই। অধ্যপকদেরই কেই না কেউ ঠেকা দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। স্থায়ী অভিভাবক না থাকার ফলে কলেজের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না লেকচারার ইন চার্জ। শিক্ষক ও ছাত্রমহলে তাঁর সিদ্ধান্তের মান্যতা নিয়েও শিথিলতা থাকে। ফলে কলেজগুলি অধিকাংশই পিতৃহারা অনাথ বালকের মত দূর সম্পর্কের কাকা-জেঠার আশ্রয়ে (অ)মানুষ হচ্ছে। ২) মফঃস্বলের প্রায় প্রতিটি কলেজে অসংখ্য অধ্যপকপদ শূন্য। কাউন্সেলিং প্রথা চালু হবার পর, কলেজ বদল ও অবসরগ্রহণজনিত শূন্যপদ পূরণ হরার সম্ভাবনা তেমন নেই বললেই চলে। কেননা, মোট শূন্যপদের চেয়ে অনেক কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপকপদের জন্য প্যানেলভুক্ত হচ্ছেন আর তারা প্রায় সবাই কাউন্সেলিং -এ শহরাঞ্চলের কলেজগুলিকে বেছে নিচ্ছে। মফঃস্বল কলেজের শূন্যপদ দিনের পর দিন শূন্য থেকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে খুব তাড়াতাড়ি মফঃস্বলের কলেজগুলির পরিকাঠামো ভেঙে পড়বে। শুধু অধ্যাপক নয়, শিক্ষাকর্মীদের সংখ্যাসংকটও অনেক কলেজে ভয়াবহ। ৩) মফঃস্বলের কলেজগুলিতে পূর্ণ সময়ের অধ্যাপকের চেয়ে আংশিক সময়ের অধ্যাপকের সংখ্যা অনেক বেশি। অনেক কলেজে পুরো সাম্মানিক বিভাগটিই (Hons. Dept.) চলছে আংশিক সময়ের অধ্যাপকের দ্বারা। অনেক ক্ষেত্রেই ইউ.জি.সি. নির্ধারিত যোগ্যতামান বজায় রেখে পার্ট টাইম অধ্যাপক নিয়োগ হয় না। অনেক কলেজে সরকার ঘোষিত বেতনহারও তাদের দেওয়া হয় না। সরকারের স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ নিয়মনীতির অভাবে আংশিক সময়ের অধ্যাপকেরা এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরেই। ফলে কলেজের পঠনপাঠন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজকর্মের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার

(শেষ পাতায়)

হাসপাতাল সুপারের ভাবমূর্তি ক্রমশঃ ঘোলা হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর হাসপাতালের বর্তমান সুপার ডাঃ শাশ্বত মন্ডল কোনদিনই হাসপাতাল কোয়ার্টারে থাকেননি। সুপারের কোয়ার্টার দখল করে আছেন ডাঃ নিরূপ বিশ্বাস বলে খবর। যার ফলে হাসপাতাল পর্যবেক্ষণে তাঁর একটা গাফিলতি থাকছেই। জানা যায়, সুপারের স্ত্রী রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষিকা। যার জন্য স্কুলের কাছে ভাড়া বাড়িতে সপরিবারে থাকেন। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য এটা মেনে নেয়া যায় কি?

সুপার সম্বন্ধে আরো অভিযোগ, ওপেন টেন্ডারে ওষুধপত্র কেনাকাটায় লাকি মেডিক্যাল, জীবন

(শেষ পাতায়)

আই.সি.ডি.এস কর্মীদের কারচুপি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডে সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী শূন্য থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার। এদের মধ্যে প্রায় ৭ হাজার শিশুকে বুথের দিনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পোলিও খাওয়ানো হয়। এছাড়া বাকি ১ হাজার শিশুকে অসুস্থতা বা এলাকায় না থাকার কারণে পোলিও খাওয়ানো বন্ধ থাকে। অভিযোগ, প্রায় অঙ্গনওয়াড়ী

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪১৯

এখনও অবিদ্যার অন্ধকার

মনের অন্ধতা থেকে নানা রকমের অবিদ্যা, কুসংস্কারের জন্ম। সমাজ দেশ এক বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ভুবনায়নের জালে সারা বিশ্ব আটকাইয়া পড়িয়াছে। উদারীকরণের মুক্ত বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু মনের জানালা দিয়া তাহার আসা যাওয়া কতটা সম্ভব হইয়াছে তাহা এখনও একটা প্রশ্ন চিহ্নের মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার ষাট বৎসর অনেক দিন আগে পার হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের মনের বৃত্তে কতটুকু আলোর প্রতিফলন ঘটিয়াছে–এমনতর জিজ্ঞাসা অনেকেরই মনে স্বততঃই উঁকি দেয়। মধ্যযুগীয় মানসিকতা এখনও বর্তমান। তাহার অস্তিত্বের শিকড় এখনও সমাজ দেহের অনেকাংশে ছড়াইয়া ছিটাইয়া রহিয়াছে।

মধ্যযুগীয় চিন্তা ভাবনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যুগজীর্ণ কুসংস্কার, অশিক্ষা, সংকীর্ণতা, জাতিগত গোষ্ঠী চেতনা। তাহার সহিত অন্বিত হইয়া রহিয়াছে দারিদ্র্য। যাহার ফলশ্রুতিতে পুঞ্জীভূত হইয়াছে যুগসঞ্চিত অন্ধ তামস। লজ্জার সঙ্গে মুখোমুখি হইতে হয় তখনই যখন শোনা যায় সমাজের নিম্নবর্গের বেশ কিছু মানুষের সেই অন্ধ তামসিকতার প্রতি গভীর অন্ধ বিশ্বাস।

বিজ্ঞান যখন নিত্য নতুন জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করিয়া চলিয়াছে, এমতাবস্থায় যুগপৎ বিস্ময় এবং লজ্জার কথা হইল তাহার আলো এখনও সর্বাংশে প্রতিফলিত হইতে পারে নাই। এখনও বেশ কিছু মানুষ ডাইনি হত্যায় বিশ্বাস করে, ঝাড়ফুক, ফুসমন্তর, জলপরা, তেলপরা, তুকতাকের মত কুসংস্কারের প্রতি আস্থাশীল। ডাইনি বলিয়া কোন কিছু কি আছে ? সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় – তাহাদের বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের লোক সাধারণের মধ্যে কোন লাগাতার রোগ বালাই এর প্রাদুর্ভাব ঘটিলে তাহার কারণ হিসাবে ডাইনির নজরকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেক ক্ষেত্রে ডাইনি বিবেচনায় সহায়-সম্বলহীনা-বৃদ্ধা মহিলারা পীড়নের শিকার হয়। জান গুরুর বা গ্রাম্য মুখিয়ার নির্দেশে সেই দুর্ভাগ্য মহিলারা মৃত্যু কবলিত হয়। সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখা যায় শিক্ষা-দীক্ষায় অনালোকিত এমন সব গ্রামে এই ধরনের অমানবিকতা ! সর্প দংশনের ক্ষেত্রে গুণিনের ভূমিকা এবং তাহার দাওয়াই সভ্য সমাজের পক্ষে লজ্জাজনক ঘটনা। অশিক্ষিত হতাশাগ্রস্থ মানুষ এখনও অবিদ্যার হাড়িকাঠে বলি প্রদত্ত হইয়া চলিয়াছে। সর্প দংশিতেরা এখনও গুণিনের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করে। ইহা যেমন দুর্ভাগ্যের তেমনি বেদনার। প্রত্যন্ত গ্রামের বিপন্ন মানুষ গুণিনের কথায় বিশ্বাস করিয়া বিভ্রান্তির শিকার শুধু হয় না, স্বজন হারানোর শিকারও হয়। হাসপাতালে চিকিৎসিত হইবার সুযোগ যাহাদের আছে তাহারাও সেই পথে চলিতে অনীহা দেখায়। ইহা অতীব দুঃখের এবং বেদনার। অবিদ্যা এবং অজ্ঞতা যে ইহার অন্যতম কারণ তাহা বোধ হয় বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবার নয়।

অবিদ্যাজনিত কুসংস্কারের অন্ধকারে সর্বশিক্ষা অভিযানের জ্ঞানের ও চেতনার আলো কতটুকু প্রতিফলিত এবং প্রতিভাসিত হইবে তাহা কে জানে ?

চিত্রবিচিত্র শিক্ষাচিত্র

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

॥ ১ ॥

ছেলেটার নাম সুব্রত বৈদ্য। কলকাতার উত্তর শহরতলীর খড়দহের কল্যাণনগর বিদ্যাপীঠে বর্তমানে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। ঘটনাটা গত বার্ষিক পরীক্ষার। সেদিন ছিল পঞ্চম শ্রেণীর অঙ্ক পরীক্ষা। দেড় ঘন্টার পর হঠাৎই ছেলেটি খাতা জমা দিতে চায়। শ্রেণীকক্ষে যে মাস্টার মশাই ছিলেন তিনি খাতাটি দেখেন। দেখা যায় সে ৫০ নম্বরের উত্তর করেছে। তার মধ্যে কিছু সঠিক, কিছু বেঠিক। তাকে প্রশ্ন করা হয় বাকী অঙ্কগুলো সে পারবে কি না ? সে উত্তর দেয় সবকটি অঙ্কই সে পারবে। কিন্তু বাড়ীতে তার স্যার পড়াতে আসবেন। তাই ৩টের মধ্যে তাকে বাড়ীতে যেতেই হবে। না হলে স্যার তাকে মারবেন। শ্রেণীকক্ষের মাস্টারমশাই তাকে কিছুটা তিরস্কার করেই বাকি অঙ্ক করতে বলেন। মিনিট দশেক পরে দেখা যায় সে কাঁদছে। এরপর কিছুটা বাধ্য হয়েই তাকে ছেড়ে দিতে হয়। পরের দিন ছিল ইতিহাস পরীক্ষা। ছেলেটির বাবা কিংবা মাকে অবশ্যই বিদ্যালয়ে যোগাযোগ করতে বলা হয়।

পরের দিন তার বাবা ও মা দুজনেই হাজির। বাবা রিক্সা চালক। মা ব্লাউজের হেম করেন। দুজনেই লেখাপড়া কিছু জানেন না। তবে ছেলের লেখাপড়ার বিষয়ে তাদের যত্নের ত্রুটি নেই। কাজেই জনৈক কমল স্যারের কোচিনে (কোচিং) ভর্ত্তি করেছেন। সেই কমল স্যার যা বলেন তাই তাদের কাছে বেদবাক্য। আর কমল স্যারের নির্দেশেই পরীক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে সুব্রতকে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে হয়েছে। কারণ কমল স্যারের কোচিং এ কল্যাণনগর বিদ্যাপীঠের আর কোনো ছাত্র পড়ে না। যারা আছে তারা অন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। তাদের ঐদিন পরীক্ষো ছিল না। তাই সকলের সুরে সুর মেলাতে গিয়েই সুব্রতর এই দুর্দশা। প্রশ্ন – বাংলায় এরকম কতজন কমল স্যার আছেন ? নিরক্ষর বাবা মার সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে সচেতন ভাবেই প্রতারিত করা যাদের পেশাদারী চরিত্র।

॥ ২ ॥

ধরা যাক শিক্ষকের না এক্স ওয়াই জেড। কারণ এ জাতীয় শিক্ষক বাংলাদেশে বিরল নয়। সরকারী দপ্তরে এদের সই করা ঘোষণাপত্রগুলো এখনও রাখা আছে। সেখানে তারা লিখেছেন বিদ্যালয়ের বাইরে উপশিক্ষকতা করেন না। বাস্তবে অবশ্য ঠিক উল্টো। ছাত্রছাত্রী জানে, অভিভাবক জানে শিক্ষক প্রতারক। তবুও যদু মাস্টার ভালো মাস্টার। অতএব শিক্ষাব্যবস্থা

(পরের পাতায়)

খড়খড়ির কান্না

শীলভদ্র সান্যাল

এইতো, এই গাঁয়েরই মেয়ে ছিলাম আমি। প্রতাপপুর কলোনি। খড়খড়ি সাঁকোটাকে ডানপাশে রেখে উড়ু-উড়ু ধুলোর রাস্তাটা সোজা দক্ষিণ করে চলে গেছে, সেই রাস্তা ধ'রে এগোলেই আমার বাপের বাড়ি। 'বাড়ি' – মানে এইটুকুন একখান্ চালাঘর। খড়ের ছাউনি দেওয়া। তার চার পাশে ছিল পেয়ারা আর আমড়াগাছ। তাল আর বাঁশবন। নিকোনো আঙ্গিনায় ছিল আলপনার ছাপ, ভোরের পদ্মপাতায় ছিল হিমের ফোঁটা, খড়ের চালে ছিল হলুদ বরণ কুমড়ো ফুল, বাতাসে ছিল শিউলি ফুলের নরম গন্ধ, গাছে গাছে ছিল ঝোটন বুলবুলি আর টুনটুনির মিঠে শিস, ঝুমকো লতায় ছিল গাছ ফড়িঙের পাখার কাঁপন, আর ছিল ওই খড়খড়ি নদী। শালুক ফুলে ভরা।

তার টলটলে জলে পড়ত কত গাছের ছায়া, সাঁকোর ছায়া, শ্রাবণ মেঘের ছায়া, উড়ন্ত পাখি-পাখালির ছায়া আর পড়ত ঘোমটার ফাঁকে গাঁয়ের শ্যামলা বৌয়ের এক পলক চোখের ছায়া।

সেই জলে ঝাঁপ দিত গাঁয়ের দামাল ছেলেরা, মেয়েরা গামছা পেতে পোনা মাছ ধরত, হেথা - হোথা ঘুরে বেড়াত কাদা খোঁচা পাখি, হঠাৎ কোথা হ'তে উড়ে এসে টুপ্ ক'রে জলে ডুব দিত পানকৌড়ি।

হল্লা ক'রে ভেসে যেত হাঁসের দল, ভেসে যেত দু'একটা জেলে নৌকো, ভেসে যেত মন কেমন করা বকুল ফুল, বিজয়া দশমীতে ঢাকের বাদ্যির সাথে সাথে ভেসে যেত মা-দুগ্‌গার মঙ্গল ঘট আর অপরাজিতার মালা, আর ভেসে যেত আমার উচাটন মন।

তখন আমি ছোট্টটি। জানতাম না 'মন ভেসে যাওয়া'- কাকে বলে ! এখন আমার পাক ধরা চুল আর পোড় খাওয়া চোখে বেশ বুঝতে পারি, তার মানেটা আসলে কী ! এখন ঠিক ঠাহর পাই, ওই টুকুন বয়সে খড়খড়ি আমার কে ছিল, আর কতটা ছিল!

ছোটবেলায় খড়খড়ির ধারে কত কিছুই না খেলতাম ! চু-কিত্-কিত, কানামাছি, এক্কা দোক্কা। এ-সব খেলার নামও শোননি তোমরা। একদিকে, আমাদের হৈ - হৈ মাতুনিতে ফুরফুর ক'রে বয়ে যাওয়া ছোটবেলার সেই রঙিন দিনগুলো, অন্যদিকে, উলুকঝুলুক বাতাসে উথল-উথল ঢেউ তুলে আনমনে বয়ে যাওয়া খড়খড়ি।

নামটা কে দিয়েছিল গো ? যে-ই দিক, কানে মোটেও খড়খড়ে শোনায় না কিন্তু। খড়খড়ি মানে আমার ছোটবেলার সেই পাতানো সই, খড়খড়ি মানে আমার কল্পনার উড়ান, খড়খড়ি মানে সাঁকো

(পরের পাতায়)

চিত্রবিচিত্র .....(২য় পাতার পর)

বিপুল তেজে 'ছুটিতেছে'। এহেন একজন এক্স ওয়াই জেড পদার্থবিদ্যার শিক্ষক। তিনি সকল প্রার্থীকে স্থান দিতে পারেন না। কারণ তার ঘরে একত্রে ২৫ জনের বেশী ছাত্র বসার সুযোগ পায় না। এদিকে বাকী ১০০ জন প্রার্থীর কি হবে ? তাদেরকেও এক্স ওয়াই জেড ফেরান না। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগে তিনি সবার জন্য নকল পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। রীতিমতো প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে বিশেষ সময়সীমার মধ্যে তিনি পরীক্ষা নেন। নম্বর দেন ও প্রয়োজনে কিছু পথচলতি টোটকার সুপারিশ করেন। নগদ দক্ষিণা পরীক্ষা পিছু দুশো টাকা। দাদাঠাকুর বলেছিলেন – 'উদর রে তুহু মম বড়ি দুষমন।' এদের উদর আসলে প্রশান্ত মহাসাগরের মতো, কিছুতেই পূরণ হয় না। জঙ্গিপুরের জনৈক মানুষ এদের বিরুদ্ধে আদালতেও গিয়েছিলেন। কাগজেও তা প্রকাশিত হয়েছিল। জানি না, শিক্ষা ব্যবসায়ীদের ব্যবসা কোনোভাবে সংকুচিত হয়েছে কি না, তবে সারা রাজ্যে এদের যা রমরমা তা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই বিগড়ে দিচ্ছে। আর মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের পর গণমাধ্যমগুলি যে ভাবে এদের হয়ে প্রচারে নেমে পড়ে তাতে নিতান্ত বাধ্য হয়েই অতি অপ্রয়োজনেও অভিভাবকরা আত্মতুষ্টির জন্য এদের দ্বারস্থ হচ্ছেন। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী এদের বিরোধিতা করে বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। রাজ্যে শিক্ষকদের একচেটিয়া সংগঠন এ বি টি এ নিয়ে ধরি মাছ না ছুই পানি মার্কা ভূমিকা পালন করেও এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। বহু এ বি টি এ নেতা নিয়মিত উপশিক্ষকতা করে কালো টাকা আয় করেন, আত্মপ্রবঞ্চনা করেন কিংবা বেশ করেছি ভাব দেখিয়ে ঘুরে বেড়ান। প্রশ্ন দুই – এরপরও কি কিছু কিছু শিক্ষককে 'ব্রতহীন বিলুপ্ত প্রজাতি' বললে কি অন্যায় করা হবে ?

॥ ৩ ॥

টিভির পর্দায় প্রৌঢ়ার গদগদ মুখ। 'আমাদের সময়ে যদি অমুক প্রকাশনী থাকতো !' ভাবটা এমন তা হলে তিনি চন্দ্রমুখী কিংবা কাদম্বিনীর মতো নজির তৈরী করতেন। এরপরে কে যেন সগর্বে বলে, 'শুধু টিউশনি নয়, সঙ্গে আছে অমুক প্রকাশনী। শুধু কি এরাই ?'– ছোটোবেলা থেকেই শিক্ষার সঙ্গে প্রদীপের একটা সম্পর্ক আছে জানতাম। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর যুগে শিক্ষারও তাপ বেড়েছে। তাই প্রদীপ মশালের চেহারা নিয়েছে। হাতে মশাল নিয়ে সহায়িকা গ্রন্থের শ্রেষ্ঠতর সগর্ব ঘোষণা। ২৪ ঘন্টা ধরে নানা প্রতারণা, মিথ্যা ভাষণ, অতি সরলীকরণ কিংবা প্ররোচনা সৃষ্টি করা বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম। বিশেষ করে খবরের চ্যানেলগুলোতে নিয়মিত এদেরই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের ভাবটা এই যে বিদ্যালয়ের দরকার নেই, শিক্ষকের দরকার নেই। চাই শুধু ভালো সহায়িকা আর সেই সহায়িকার পড়া বুঝিয়ে দেবার জন্য একজন আদর্শ গৃহশিক্ষক। তবে সহায়িকাটি যেন অবশ্যই শিক্ষক শিক্ষিকাদের একমাত্র পছন্দের বই হয়। এভাবেই শিক্ষাব্যবস্থা চলছে। আর সেই ব্যবসার মুনাফা উৎপাদন করতে গিয়ে নিঃস্ব হচ্ছেন রাজ্যের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা। রবীন্দ্রনাথের তোতাকাহিনীর কথা বোধ হয় আমরা ভুলেই গেছি। মৃত পাখিটিকে দেখে রাজার প্রশ্ন ও নড়ে না কেন ? উত্তর – মহারাজ, পাখিটির শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে ! প্রশ্ন তিন – দেশে কি কোনো সরকার নেই যারা শিক্ষার এ জাতীয় হত্যা দেখেও কিছু করতে পারেন ?

॥ ৪ ॥

সকলেই জানেন যে হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন এক তরুণ শিক্ষক। তার জন্মের ২০০ বছর পূর্ত্তি হলো এ বছরে। সেই উপলক্ষ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন আয়োজন করেছিল ছাত্রছাত্রীদের বক্তৃতা সভা। দেখা গেল বিভিন্ন নামী ইংরেজী ও বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, কলেজের ছাত্রছাত্রী এখানে হাজির। এদেরকে বলতে ডাকা হচ্ছে আর টপ করে পকেট থেকে বেরিয়ে আসছে একটা কাগজ। কাগজ দেখে নানা কথা বলছেন ১৮ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রীরা। আর ১১-১২ এর গণ্ডিতে যারা তারা দু'একজন বাদে সকলেই নিজেদের স্মৃতির উপর ভরসা রাখছে। বোঝা গেল বয়স হলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়। এমন সময় তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্র উঠে এল মঞ্চে। শতাধিক দর্শককে মোহিত করে বাকী সবাইকে লজ্জিত করে সে ডিরোজিওর জীবন নিয়ে চার মিনিট আলোচনা করল। মুগ্ধ প্রবীণ কমল বসুও। একসময় কলকাতার মেয়র এখন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি।

প্রশ্ন চার – বড় হলে এই শিশুও কি পকেট থেকে কাগজ বার করবে ?

॥ ৫ ॥

গতবছর আটটি পর্ব পরীক্ষা নিয়ে সারাবছর শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং তাদের উসকানিতে অভিভাবকরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। এবারে বার্ষিক পরীক্ষাতে অবশ্য এর সুফল মিলেছে হাতেনাতে। সব বিদ্যালয়েই অকৃতকার্য্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশ কম। এর জন্য কেউ কেউ পাস নম্বর ৩৪ থেকে ২৫ এ নামিয়ে আনার কথা বলতে পারেন। তবে সামগ্রিক বিচারে দেখলে দেখা যাবে সবারই নম্বর বেড়েছে। আর সারাবছর পরীক্ষা থাকার কারণেই ছেলেমেয়েদের বছরভর পড়তে হয়েছে। এবারে পরীক্ষা হবে পাঁচটি। এটাই পর্ষদের নির্দেশ।

প্রশ্ন পাঁচ – এবারও অবিভাবকরা শিক্ষক শিক্ষিকাদের উসকানিতে পর্ষদকে গালমন্দ করবেন ?

শেষ প্রশ্ন ঃ– বব ডিলানের একটি বিখ্যাত গানের বঙ্গানুবাদে বাংলার এক শিল্পী বলেছিলেন 'প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তর তো জানা।' উপরের পাঁচটা প্রশ্নের ক্ষেত্রে এ কথাটা কি প্রযোজ্য হবে ?

খড়খড়ি.....(২য় পাতার পর)

থেকে দেখা ডাগর দু'চোখে এক ঝলক মায়া-কাজল, খড়খড়ি মানে পায়ে পায়ে চুপিসারে এগিয়ে যাওয়া শান্ত নদী - বৌটি ! হ্যাঁ। আজ থেকে সত্তর - আশী বছর আগে খড়খড়ি তো ঠিক এমনটিই ছিল !

এই খড়খড়িকে চেনোনা তোমরা।

এখন আমি শনের নুড়ি চুল, খুনখুনে বুড়ি ; তবু মনে হয়, এই তো সেদিন বে'হল আমার, বিয়ের দিন পাড়ার মেয়ে-বৌ-রা জল সাজতে এসেছিল – সে তো এই খড়খড়িতেই।

নতুন মানুষের হাত ধরে সেই প্রথম গাঁ ছাড়লাম। চোখের জলে ঝাপসা খড়খড়িকে সেদিন ভাল ক'রে দেখাও হয়নি। বেশ মনে আছে, বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন কেমন ক'রে উঠল ! স্পষ্ট শুনতে পেলাম, সে যেন বলছে, 'আবার কবে আসবি লো সই ? আমায় ভুলে যাসনি কিন্তু !'

তারপর রেলগাড়ি চ'ড়ে সুদূর পশ্চিমে পাড়ি দিলাম নতুন ঘর বাঁধতে। গাড়ির কু-কু-ঝিক্-ঝিক্ শব্দের সাথে - সাথে ছিমছাম খড়খড়িও চলল তার এক নদী স্নেহ আর মায়া নিয়ে।

দিনের পর দিন গেল। পোড়া এ জীবনে কত কিছু এসে কত কিছু কোথায় হারিয়ে গেল ! হারিয়ে গেলনা শুধু খড়খড়ি। থই-থই জলে আজও সে আমার চোখ - মুখ মুছিয়ে দেয়। আমার ছোটবেলাকার জান্‌লাটা খুললে আজও তাকে তেমনই দেখতে পাই।

কিন্তু হায়রে ! দিন বদলের সাথে সাথে আমার সাধের খড়খড়িও যে এতটা বদলে যাবে, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ! এই দেখনা, এত বড় খান্ এই শহরটায় কত বাড়িঘর, দোকান-পাট। পথে পথে কত লোক - কত লোক ! ছুটোছুটি। হুড়োহুড়ি। খড়খড়ির বুকেও নতুন সাঁকো। তার ওপর দিয়ে হরদম ছুটে যাচ্ছে কত মোটরগাড়ি, কত ভ্যান, কত রিক্সা। আর এই ফাঁকে পয়সা কামানোর ধান্ধায় কিছু ফন্দিবাজ লোক আমার খড়খড়ির বুকেও হাত বাড়িয়েছে। বাড়ি-ঘর তুলেছে। বাকিটুকু ছেয়ে গেছে কচুরিপানার ঘন জঙ্গলে। আর এই সব কিছুর পাকচক্রে প'ড়ে খড়খড়ির আজ নাভিশ্বাস উঠেছে।

হেই গো, ন্যাকাপড়া জানা শহরের বাবুরা ! আমার জোয়ান পাহাড় বেটারা ! খড়খড়িকে বাঁচতে দে বাপ ! বুক ভ'রে তাকে একটু টাটকা বাতাস নেবার ফুরসতটুকু দে ! কচুরিপানার মরণ ফাঁস থেকে রেহাই দে তাকে। তামাম দুনিয়াটায় তো কত ঠাঁই আছে। একটু সরে গিয়ে দালানকোঠা তুলতে পারিস না তোরা ? এটাও জানিসনা বাছা ! খড়খড়ি বাঁচলে, তোরাও বাঁচবি ! ঠাসাঠাসি এই শহরখানটাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে ! তোদের সুমতি হ'লে, খড়খড়ি ফের কল্কা পাড়ের নীল শাড়ি আর শালুকফুলের দুল প'রে এক - নদী কাজলা বৌ হ'য়ে উঠবে।

কচুরিপানার জঞ্জালের ফাঁসে দম বন্ধ হ'য়ে আমার ছোটবেলার সেই পাতানো সই ফুঁপিয়ে কাঁদে। প্রতি রাতেই তার কান্নার শব্দ শুনতে পাই তোরা পাসনে ?

স্নাতক স্তরে.....(১ম পাতার পর)

অভাব থেকে যাচ্ছে। ৪) কলেজস্তরই ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক সত্তা ও সচেতনতা পরিস্ফুট হওয়ার প্রকৃষ্ট সময়, একথা ঠিক। কিন্তু কলেজস্তরের রাজনীতি আজকে যে পর্যায়ে গেছে, তাতে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক প্রত্যেকের ভাববার দিন এসেছে। ছাত্রস্বার্থরক্ষার জন্য ছাত্রদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধি তৈরি- এই সহজ কথাটি, যেখানে দু'মিনিটে 'হাত তুলে' করা যায় (এবং তা-ই হওয়া উচিত), সেখানে রাজনৈতিক দলগুলির হস্তক্ষেপে 'কলেজের আভ্যন্তরীণ প্রতিনিধি নির্বাচন' পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভয়াবহতাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মার-দাঙ্গা বোমাবাজিতে আতঙ্কিত হয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘদিন কলেজে আসা বন্ধ করে দিচ্ছে। ছাত্রছাত্রী এমন কি অধ্যাপকরাও তাদের নিরাপত্তা নিয়ে আজ উদ্বিগ্ন। এই অবস্থায় পরিবর্তন না ঘটলে যাঁরা মন দিয়ে পড়াতে চান এবং যারা মন দিয়ে পড়তে চায়, তাঁরা কাঙ্খিত পরিবেশের অভাবে ক্রমশঃ শুকিয়ে যাবে। ৫) যে কোন প্রতিষ্ঠানেই নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ ও মাঝারি শ্রেণির কর্মী থাকে। কলেজগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও অধ্যাপকদের কাজের চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে ছাত্ররাই। তবু বলব - তাদের মূল্যায়ন যেহেতু 'আনঅফিসিয়াল', সেহেতু তার দ্বারা অধ্যাপকদের চরিত্রের শুদ্ধিকরণ ঘটে না। তাই ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজরদারির প্রয়োজন আছে। ইউজিসি প্রেরিত কেন্দ্রিয় কমিটি NAAC যদিও কলেজগুলির পরিকাঠামোর সার্বিক মূল্যায়ন করে একটা গ্রেড দিয়ে থাকে, তবু তার মধ্যে 'আনুষ্ঠানিকতা' যতখানি থাকে, 'প্রাত্যহিক ব্যবহারযোগ্যতার প্রতিফলন' ততখানি থাকে না। ন্যাক মূল্যায়িত হবার পর সর্বস্তরে আবার ঢিলেমি শুরু হয়। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় এবং DPI-কে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। মাঝে মাঝেই 'সারপ্রাইজ ভিজিট' করে কলেজগুলির হালচাল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে। সরেজমিনে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের কাছে শিক্ষকদের সম্পর্কে 'ফিড ব্যাক' নেওয়ার প্রয়োজন আছে। একজন গুণী শিক্ষক তখনই কলেজের অহংকার যখন তিনি ছাত্রদের প্রয়োজনে লাগবেন, নইলে যতই তিনি স্কলার হোন, তা কেবলই স্টাফরুমের শোভাবর্ধনকারী ইমিটেসন অলংকার। ৬) উপরোক্ত কারণগুলি যোগ করলে পরিকাঠামোগত শিথিলতার যে ছবিটি স্পষ্ট হয়, তারই প্রভাব পড়ে ছাত্রছাত্রীদের উপর। ফলে তারা কলেজ 'আওয়ার' শেষ হবার অনেক আগেই বাড়িমুখো হয়। জেনারেল কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই প্রবণতা প্রকট। শিক্ষান্তে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও অধিকাংশের মধ্যেই 'বিশ্ববিদ্যালয় মান' এ পৌঁছানোর অক্ষমতা, ছাত্রভর্তির ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতামান না রাখা (যেমনটি বিশ্ববিদ্যালয় রেখেছে) প্রভৃতি কারণে কলেজ লেবেলে-এর পড়াশোনার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের একাত্মতা থাকছে না।

উচ্চশিক্ষার বুনিয়াদ তৈরির ভার যে প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ন্যস্ত, তাকে জরামুক্ত না করলে মননশীল, স্থিতধী, প্রাজ্ঞ ও বিকাশমান নাগরিক কীভাবে গড়ে উঠতে পারে? মানবকল্যাণ, সৃজনশীলতা ও উন্নত চিন্তাকে বিসর্জন দিয়ে আজকে যারা ধ্বংসাত্মক রাজনীতির খেলায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে, তারা তো এই ধরনের জড় প্রতিষ্ঠানেরই বাইপ্রোডাকট।

প্রতি পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা সাহায্য

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ মুর্শিদাবাদ জেলায় সর্পাঘাত ও সান স্ট্রোকে মৃত ১০ টি পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা করে মোট ১০ লক্ষ টাকা সাহায্য করে। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে জেলাশাসক রাজীব কুমার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর হাতে এই টাকা তুলে দেন। জেলা তথ্য দপ্তর সূত্রে এ খবর পাওয়া যায়।

হাসপাতাল সুপার .....(১ম পাতার পর)

সুরক্ষা এবং জননী মেডিক্যাল প্রাধান্য পেলেও সেখান থেকে কোন ওষুধ না নিয়ে বিনা টেন্ডারে রত্না ট্রেডার্স থে কে কেনাকাটা চালু রেখেছেন। হাসপাতালে স্যালাইন বা লিউকোপ্লাস কিছুই নেই বর্তমানে। নেই রক্ত সংরক্ষণের কীট। কীটের অভাবে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পগুলোর প্রোগ্রামও ব্যাহত হচ্ছে।

আই.সি.ডি.এস.....(১ম পাতার পর)

সেন্টারে পড়ুয়াদের গড় উপস্থিতি দেখিয়ে কর্মীরা ডিম, তেল, ডাল ইত্যাদি লোপাট করছেন। একইভাবে পোলিও খাওয়ানোর দিন ঐ সব কর্মীরা হিমশৃঙ্খলবিহীন পোলিও ভ্যাকসিনের ভায়েল হাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পোলিও ডোজ খাওয়াচ্ছেন যা স্বাস্থ্যসম্মত না। এর ফলে শিশুদের অভিভাবকরা আই.সি.ডি.এস সেন্টারে গিয়ে ডিম ও খিচুড়ি নিতে পারছেন না। অথচ ডিম ও আনুষঙ্গিক খরচ খাতা কলমে দেখানো হচ্ছে প্রত্যেক প্রোগ্রামে।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

সরকারী স্কুলের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক আগামী জানুয়ারি ২০১৩ হতে বাংলা পড়াবেন (অষ্টম হতে দ্বাদশ শ্রেণি)
যোগাযোগ -০৩৪৮৩-২৬৪৫০৫ অথবা ৯৪৭৫১৭৬৮৯৫

আমিন **তরুন সরকার**
Govt. of India, E.S.A, Regd. No. 159
সকল প্রকার ভূমি জরিপ এবং সাইড প্ল্যান কাজের জন্য আসুন।
ফোনে যোগাযোগ করুন - 9775439922
গ্রাম-ওসমানপুর (শিবতলা), জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা
প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা, ব্যাগ ও রেন কোট এখন কোলকাতার দামে এখানেও পাবেন।
পরিবেশক : চন্দ্রস্ সিন্ডিকেট
রঘুনাথগঞ্জ পন্ডিত প্রেসের মোড়

জঙ্গীপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না

জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।